কুষ্টিয়ায় সপ্তাহব্যাপী হাঁস মুরগী পালন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন ও সনদপত্র প্রদান

কুষ্টিয়ায় সপ্তাহব্যাপী হাঁস মুরগী পালন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে কুষ্টিয়া পৌরসভার ৩ নং ওয়ার্ডে কুঠিপাড়া বড় ড্রেনের মোড় সংলগ্ন কমিউনিটি সেন্টারে সমাপনী অনুষ্ঠানে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সনদপত্র প্রদান করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আতিকুল ইসলাম।

‘স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা’র সভাপতি সাদিক হাসান রহিদের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী যুব উন্নয়ন অফিসার মিজানুর রহমান, প্রশিক্ষক আবুল মিয়া, সংস্থার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ চমক, কোষাধ্যক্ষ তানজিল, সাংগঠনিক সম্পাদক রুম্পা খাতুন প্রমুখ।

পরে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র প্রদান করেন অতিথিবৃন্দ। এতে ৩০ জন উদ্যোমী তরুণ তরুণী অংশগ্রহণ করে।

এর আগে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি সপ্তাহব্যাপী পারিবারিক হাঁস- মুরগী পালন অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়।

২০১৮ সালে কিছু উদ্যোমী তরুণদের নিয়ে গঠন করা হয় ‘স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা’র নামের এ সংগঠনটি। এ সংগঠনের মাধ্যমে বেকার যুব ও যুব নারীদেরকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন অফিসের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তুলে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে এ সংগঠনের মাধ্যমে কয়েক শতাধিক বেকার যুব ও যুব নারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলেছেন। ‘স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা’র সভাপতি আত্মকর্মী যুবক সাদিক হাসান রহিদ বলেন, আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রশিক্ষণলব্দ জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করি। কোন সরকারী চাকুরীর দিকে না তাকিয়ে বেকার জনগোষ্ঠীদের নিয়ে কাজে নেমে যায়।

সবাই মিলে এই মিরপুর উপজেলাকে এগিয়ে নিতে চাই — কামারুল আরেফীন

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য কামারুল আরেফীন বলেছেন, সবাই মিলে এই মিরপুর উপজেলাকে এগিয়ে নিতে চাই। আমি এই উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলাম। এখন জনগনের ভোটে এমপি নির্বাচিত হয়েছি। আমি সাধারণ মানুষের সেবা দিতে এসেছি। তিনি বলেন, কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে। বিভিন্ন গবাদিপশু পালন ও মৎস খামার প্রকল্পের মাধ্যমে বেকার কর্মসংস্থান তৈরি করতে কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

আজ সোমবার (১৯ ফেব্রুয়ারী) সকালে মিরপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তর প্রধানদের সাথে মতবিনিময় সভায় তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, আমার এই উপজেলার অবহেলিত মানুষ আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। এই উপজেলার মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আর সেটি হলো স্বাস্থ্য সেবা। হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে শীঘ্রই মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স্রে ৪১ লাখ টাকার উন্নয়ন কাজ হবে।

তিনি বলেন, আমি সাধারণ জনগনের সেবা ও মিরপুর উপজেলার ভাগ্য উন্নয়নের মাধ্যমে মডেল একটি উপজেলা গড়ার জন্য আপনাদের সাথে নিয়ে কাজ করবো। মানব কল্যাণ ও অবহেলিত মিরপুর উপজেলার ভাগ্যউন্নয়ন এটাই আমার মূল লক্ষ্য।

উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে এমপি মহোদয় বলেন, আপনারা নিজ স্থানে থেকে মিরপুর উপজেলায় বিভিন্ন ধরনের মডেল প্রকল্প তৈরি করবেন। সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাধ্যমে বাস্তবায়নের দ্বায়িত্ব আমার। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আমি আমার মিরপুর উপজেলায় কৃষি, মৎস,গরীব,আসহায় ও বেকার

যুবকদের ভাগ্য উন্নয়নের চিত্র পরিবর্তন করবো। একই সাথে সরকারী কর্মকর্তারা সততার সাথে নিজেকে মেলে ধরে ভালো কাজ করলে বছর শেষে তাদের পুরষ্কৃত করা হবে। আপনাদের সকলের সহযোগিতার মাধ্যমে আমি বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহযোগিতায় একটি মডেল উপজেলা গড়বো।

মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. জহুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (ভার:) আবুল কাশেম জোয়ার্দার, সহকারি কমিশনার (ভূমি) মো. হারুন অর রশিদ, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মর্জিনা খাতুন, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ উপজেলায় কর্মরত সকল দপ্তর প্রধানগন।

ভেড়ামারায় অবৈধ প্রক্রিয়ায় গুড় তৈরী: দুইটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় অবৈধ প্রক্রিয়ায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গুড় প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাত করায় দুইটি প্রতিষ্ঠানকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে উপজেলার জুনিয়াদহ বাজার ও মালিপাড়া এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

তিনি জানান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গুড় সংরক্ষণ, অবৈধ প্রক্রিয়ায় আখের গুড় তৈরির অপরাধে ভেড়ামারা উপজেলার জুনিয়াদহ বাজার ও মালিপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে রানা গুড় আড়ৎ এর মালিক আব্দুল গনিকে ৩০ হাজার টাকা এবং আরব আলী গুড়ের কারখানা মালিককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। একইসাথে প্রক্রিয়াজাত করা গুড়

ধ্বংস করা হয়।

তিনি আরও বলেন, অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি হয় এমন কোনো প্রক্রিয়া- যা আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিম্নমানের গুড় তৈরি যারা করেন তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চলবে বলেও জানান তিনি।

এসময় জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ আরাফাত আলী এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় ঘাসের জমি থেকে বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ঘাসের জমির ভিতর থেকে উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের পয়ারী গ্রামের মৃত আরশেদ আলীর ছেলে আজিবার (৫৬) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সোমবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার আমলা ইউপির অঞ্জনগাছী গ্রামের জোয়াদ্দারপাড়ার ঘাসের জমির ভেতর থেকে লাশটি উদ্ধার করে মিরপুর থানা পুলিশ। এ সময় তার নিকট হতে দুটি লোহার খন্ড উদ্ধার করে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে কৃষকরা মাঠে ঘাস কাটতে গেলে লাশ দেখে পুলিশে খবর দেন। পরের স্থানীয় চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের উপস্থিতিতে সাধারণ মানুষ জন ব্যক্তিটিকে সনাক্ত করে। নিহত আজিবর রহমান এর শ্বশুর বাড়ি অঞ্জন গাছি এলাকায়। তবে তিনি দীর্ঘদিন ধরে মেহেরপুর জেলার গাংনী নিশিপুর এলাকায় নতুন বিয়ে করে বসবাস করে আসছিলেন। তাকে দীর্ঘদিন এলাকায় দেখা যায় না বলেও জানান স্থানীয়রা।

আমলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান একলিমুর রেজা বলেন, নিহত ব্যক্তি ‘আজিবর চোর’ নামে পরিচিত ছিল । তিনি আগে ও এখনো বিভিন্ন জায়গায় চুরির কাজে যুক্ত ছিলেন বলে জানান তিনি।

ঘটনার ব্যাপারে মিরপুর থানার ওসি মোস্তফা হাবিবুল্লাহ বলেন, সংবাদ পেয়ে আমরা লাশ টি উদ্ধার করেছি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে, আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ২৩ কোটি টাকার মাদকদ্রব্য ধ্বংস

কুষ্টিয়ার মিরপুরে প্রায় ২৩ কোটি টাকার বিভিন্ন মাদকদ্রব্য ধ্বংস করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ বুধবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে শহীদ কর্ণেল সামসুল আরেফিন হলে এক মাদক বিরোধী সভা শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব মাদকদ্রব্য ধ্বংস করে বিজিবি।

কুষ্টিয়া-৪৭ বিজিবির অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল আরিফুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিজিবির অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আনোয়ার হোসেন।

এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া সেক্টর কমান্ডার কর্ণেল এমারাত হোসেন, মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম, দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল কাদের প্রমুখ।

এ সময় অতিথিরা ভারতীয় মদের বোতল ভেঙে ও গাঁজায় আগুন ধরিয়ে ধ্বংস কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এরপর রোলার দিয়ে মদ ও ফেনসিডিলের বোতল নষ্ট করা হয়।

বিজিবি জানায়, গত এক বছরে বিজিবির জব্দ করা ৮ হাজার ৭শ’ ৯৩ বোতল বিদেশী মদ, ৯ হাজার ৪শ’ ৪২ বোতল ফেনসিডিল, ২শ’ ৩৪ কেজি গাঁজা, ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫শ’ প্যাকেট পাতার বিড়ি, ১ হাজার ৭৮ পিচ ইয়াবা, কোকেন সাড়ে ৯ কেজি, ভায়াগ্রা ৪শ’ ৪৫ পিচ, ২৭ কেজি ৬শ’ গ্রাম হেরোইন ও বিভিন্ন প্রকার ট্যাবলেট ৩ লক্ষ ৫১ পিচ। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৩ কোটি টাকা।

বিজিবির অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আনোয়ার হোসেন

বলেন, ‘সীমান্ত এখন অনেকটাই সুরক্ষিত, বিজিবি চেষ্টা করছে মাদকদ্রব্য পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে।

বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে মেধা’র শিক্ষা সহায়তামূলক কার্যক্রম নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার–ইবির ভিসি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এর উপাচার্য প্রফেসর ড. শেখ আব্দুস সালাম বলেছেন, বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে মেধা’র শিক্ষা সহায়তামূলক কার্যক্রম নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। কেননা বাংলাদেশে সুবিধাবঞ্চিত এমন অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা প্রকৃত অর্থে মেধাবী, কিন্তু দূর্ভাগ্যবশতঃ লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার মত আর্থিক সংগতি তাদের নেই। ঐ সকল শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করা, তাদেরকে লেখাপড়ায় উৎসাহিত করা এবং আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা করা সমাজের হিতৈষী ব্যক্তিবর্গের একটি নৈতিক দায়িত্ব বলে আমি মনে করি। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যক্তি বিশেষ উপকৃত হয় তা নয়- বরং সমাজ-জাতি ও দেশ উপকৃত হয়। যেটি আপনারা নিজের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ানোর মতো করে নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আপনাদের এই মেধার সহযোগিতা পেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীরা অনেক বড় হয়ে আলোকবর্তিকা হয়ে কাজ করছে।

আজ বুধবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে অস্বচ্ছল পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের কল্যাণে নিবেদিত কুষ্টিয়ার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘মেধা’ তার কার্যক্রমের ২৫তম বর্ষপূর্তি (রজতজয়ন্তী) উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, ইতিহাসে কবি নজরুল-ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত এমন আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যাঁরা দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তাদের প্রতিভার মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে অনেক অবদান রেখেছেন।

আপনাদের নিঃস্বার্থ-কল্যাণমূলক কাজের ফলশ্রুতিতে সহায়তাপ্রাপ্ত মেধাবীরা আগামীদিনে সমাজের নিকট প্রতিভাবান বিকশিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপহার স্বরূপ হয়ে উঠবে, এই প্রত্যাশা করি। আমি আরও আশা করি মেধা’র দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আরও অনেকে এরূপ কল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে আসবেন।

মেধার সভাপতি ইন্জিনিয়ার খন্দকার সালাহউদ্দিনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আমিনুল হক, মেধার সহ সভাপতি শাহ নেওয়াজ আনসারী মঞ্জু, মাহবুব আলম রতন, সদস্য এসএম কাদেরী শাকিল। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেধার সদস্য সচিব শামীম আহমেদ।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখায় চারজন গুনীজনকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়৷ পাশাপাশি রজতজয়ন্তী উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী মেধার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এরআগে মেধার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে গিয়ে শেষ হয়।

কুষ্টিয়ায় প্রথমবারের মতো সুপারফুড ‘চিয়া বীজ’ চাষ

প্রথমবারের মতো কুষ্টিয়া কুমারখালীতে চাষ হচ্ছে সুপারফুড চিয়া বীজ। উপজেলার জগন্নাথপুর মাঠে ১০ শতাংশ জমিতে চিয়া বীজ চাষ করেছেন মহিউদ্দিন নামে এক কৃষক। আশানুরূপ ফলনের প্রত্যাশা করছেন তিনি।

জগন্নাথপুর মাঠে বিস্তীর্ণ জমিতে গাঢ় সবুজ রঙের গাছ দুলছে। প্রতিটি গাছ লম্বায় প্রায় তিন ফুট। গাছে বেগুনি রঙের ফুল এসেছে। এসেছে গুটি গুটি ফলও। এর নাম ‘চিয়া বীজ’।

চিয়া সিড পুষ্টিকর খাবার। এতে আছে দুধের চেয়ে ৫ গুণ বেশি ক্যালসিয়াম, কমলার চেয়ে ৭ গুণ বেশি ভিটামিন সি, পালং শাকের চেয়ে ৩ গুণ বেশি আয়রন, কলার চেয়ে দ্বিগুণ পটাশিয়াম, মুরগির ডিম থেকে ৩ গুণ বেশি প্রোটিন, স্যামন মাছের চেয়ে ৮ গুণ বেশি ওমেগা-৩। পুষ্টিকর এই খাবারটি সপ্তাহের সাত দিনই খাওয়া যায়। তবে ৩-৪ দিন খেলেও শরীরে উপকারে আসে।

উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রামের কৃষক মহিউদ্দিন আহমেদ জানান, কৃষি বিভাগের পরামর্শে তিনি এই নতুন ফসল ১০ শতাংশ জমিতে চাষ করেছেন। কৃষি বিভাগ বীজ সরবরাহ করেছে এবং চাষ পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছে।

কৃষক রা’ বলেন, এর আগে এই ফসল কোনোদিন দেখিনি। কৃষি বিভাগ থেকে জেনেছি, এই ফসল মানব শরীরের জন্য খুবই উপকারী। বাজারে এই ফসলের মূল্য অনেক বেশি। ভালো ফলন ও বাজার সুবিধা পেলে আগামীতে আরও বেশি জমিতে এই ফসল চাষ করবে বলেন স্থানীয় কৃষকরা।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, চিয়া বীজ মধ্য আমেরিকার একটি উদ্ভিদ। পুদিনার একটি প্রজাতি। বিভিন্ন পোষক পদার্থের উপস্থিতির জন্য এটিকে সুপারফুড বলা হয়। প্রতি বিঘা জমিতে চিয়া বীজ উৎপাদন করতে খরচ হয় ১২-১৫ হাজার টাকা। বীজ উৎপাদন হয় ৭০-৮০ কেজি। প্রতি কেজি বীজ বিক্রি হয় ৭০০-১০০০ টাকা দরে। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চিয়া বীজ বপন করতে হয়। ফলন ঘরে তোলা যায় মার্চের শেষ থেকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে। চিয়া বীজ উৎপাদনে জৈবসারের ব্যবহার বেশি করতে হয়।

বিভিন্ন গবেষণার সূত্র উল্লেখ করে কৃষি বিভাগ জানায়, শর্করা, ফাইবার, ম্যাঙ্গানিজ, ফসফরাসসহ একাধিক খনিজ পদার্থ রয়েছে চিয়া বীজে। এ ছাড়া, একাধিক ভিটামিন ও প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট রয়েছে চিয়া বীজে। রয়েছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডও। ফলে শরীরে পাচনতন্ত্র ও মেটাবলিজমের জন্য অত্যন্ত উপকারী চিয়া বীজ। চিয়া বীজে ফাইবারের পরিমাণ থাকে অনেক। প্রয়োজনীয় ফাইবার পাওয়া যায় এই বীজ থেকে। ফাইবারের প্রাধান্যের কারণে হজম প্রক্রিয়া ভালো থাকে।

চিয়া বীজ পাচন প্রক্রিয়া ঠিক রাখায় কমতে পারে ওজনও। এ ছাড়াও, শরীরে অতিরিক্ত চর্বি কমাতেও সহায়ক। চিয়া বীজ খেলে শরীরে কোলেস্টেরলের সমস্যা কমে। রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে সাহায্য করে এই বীজ।

ফল বা দইয়ের মতো বিভিন্ন ধরনের খাবারের সঙ্গে খেতে হয় এই বীজ। পানিতে ভিজিয়ে রেখেও খাওয়া যায়। শরবতে ব্যবহার করা যায়। লেবুর রসের সঙ্গে বা দুগ্ধজাত পদার্থের সঙ্গে মিশিয়েও খাওয়া যায়।

কৃষক মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানতাম যে, চিয়া বীজ অনেক পুষ্টিকর খাদ্য। পরীক্ষামূলক ভাবে ১০ শতাংশ জমিতে এবার চিয়া বীজ চাষ করছি । প্রথমে যশোর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র থেকে চিয়া বীজ পেয়ে এই চাষ শুরু করি । আশানুরূপ ফলন পেলে অবশ্যই আরো বেশি জমিতে চাষ করবো। চিয়া চাষ অত্যন্ত লাভজনক হওয়ায় এই চাষে দিন দিন কৃষকরা আগ্রহ হবে বলে মনে করেন তিনি।

উপজেলা উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম বলেন, কুমারখালীতে এই প্রথম চিয়া বীজ এর চাষ হচ্ছে উপজেলার জগন্নাথপুর মাঠে। এই চাষটি খুব লাভজনক হওয়ায় আমরা কৃষকদের পরামর্শ দিচ্ছি যাতে তারা চাষটি বৃদ্ধি করে।

কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ দেবাশীষ কুমার দাস বলেন, ‘চিয়া বীজ খেলে মানবদেহের শক্তি ও কর্মক্ষমতা বাড়ে। এ বীজ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করে। সেই সঙ্গে ওজন কমানো, সুগার স্বাভাবিক রাখা, হাড়ের ক্ষয়রোধ করে। এ ছাড়া প্রচুর পরিমাণ ফাইবারসমৃদ্ধ চিয়া পেট পরিষ্কার রাখে ফলে কোলন ক্যানসারের ঝুঁকিও কমায়। উপজেলা কৃষি অফিস সব সময় কৃষকদের পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। এই চাষ আরো বাড়বে বলে আশা করেন তিনি। সব ধরনের পরামর্শ ও সহযোগিতা করে যাচ্ছে কৃষি অফিস।

কুষ্টিয়ায় সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন মেহেরুন্নেসা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে প্রার্থী হতে দলীয় মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বাংলাদেশ মহিলা শ্রমিক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ও কুষ্টিয়া জেলা মহিলা শ্রমিক লীগের সাধারণ

সম্পাদক মেহেরুন্নেসা বিউটি।

আজ শনিবার বেলা ১২ টায় বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি।

দলীয় মনোনয়ন নিয়ে মেহেরুন্নেসা বিউটি সাংবাদিকদের বলেন, আমার রাজনৈতিক জীবনে প্রতিটি আন্দোলনে আমি প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছি। সেই সুবাদে আমি মনোনয়ন নিয়ে আশাবাদী। মূলত যারা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, প্রত্যেককেই যোগ্য বলে মনে করি। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নেত্রীর হাতে। নেত্রী আমাকে যোগ্য মনে করলে আমি মনোনয়ন পাবো।

তিনি আরও বলেন, আমি সবসময় মানুষের উপকার করার চেষ্টায় থাকি। কুষ্টিয়াবাসীর জন্য ভালো কাজ করার জন্য আমি সদা প্রস্তুত। এবার সংরক্ষিত আসনের এমপি হলে ইনশাল্লাহ আরও ভালোভাবে কুষ্টিয়াবাসীর জন্য কাজ করবো।

উল্লেখ্য, দ্বাদশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য ৬ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার) সকাল ১০টা থেকে মনোনয়নপত্র বিক্রি শুরু করে আওয়ামী লীগ। বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) বিকাল ৪ টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়।

সংরক্ষিত নারী আসনে আ’লীগের মনোনয়ন ফরম কিনলেন মেহেরুন্নেসা বিউটি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন কুষ্টিয়া-৩ থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন মহিলা শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ও কুষ্টিয়া জেলা মহিলা শ্রমিক লীগের সাধারন সম্পাদক মেহেরুন্নেসা বিউটি।

তিনি জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কুষ্টিয়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব আমজাদ আলী খানের সহধর্মিনী।

গতকাল বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে দলীয় মনোনয়নপত্র কিনেছেন। তিনি মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের পর সবার কাছে দোয়া চান।

সংরক্ষিত নারী আসনে সংসদ সদস্য হওয়ার ইচ্ছা আগেই প্রকাশ করেছিলেন মেহেরুন্নেসা বিউটি। তিনি বলেন, আমি দলীয় মনোনয়নপত্র কিনেছি আমার বিশ্বাস দল আমাকে এবার মনোনয়ন দিবে।’

তিনি আরও বলেন, আমি মহিলা শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ও কুষ্টিয়া জেলা মহিলা শ্রমিক লীগের সাধারন সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। ‘দলীয় মনোনয়ন পেলে নারীদের নিয়ে কাজ করতে চাই। সে কারণেই সংরক্ষিত নারী আসনের দলীয় মনোনয়ন চাই। আমার বিশ্বাস,এই দায়িত্ব পালন করার মতো যোগ্যতা আমার আছে।’ ছাত্রী জীবন থেকে বর্তমান রাজনৈতিক জীবন বৃত্তান্ত।

১৯৮৬ সালে কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজ শাখায় বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সহ-সভানেত্রী, ১৯৮৮ সালে মিলপাড়া পৌর ৪নং ওয়ার্ড মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা দায়িত্ব পালন করেন, ১৯৯১ সালে কুষ্টিয়া জেলা মহিলা আওয়ামীলীগের নির্বাহী সদস্য পদ লাভ করেন (সেসময় সম্মেলনে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন), ১৯৯৮ সালে কুষ্টিয়া লালন একাডেমী আজীবন সদস্য পদ লাভ করেন, ২০০১ সালে কুষ্টিয়া নব যুবক ক্রীড়া চক্রের সহ-সভানেত্রী (জেলা ক্রীড়া সংস্থা অন্তর্ভূক্ত ক্লাব), ২০০৩ সালে কুষ্টিয়া আলী ইমাম ক্রীড়া চক্রের সহ-সভানেত্রী (জেলা ক্রীড়া সংস্থা অন্তর্ভূক্ত ক্লাব), ২০০৯ সালে কুষ্টিয়া জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা লাভ করেন, ২০১০ সালে কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার কাউন্সিলর নির্বাচিত হন, ২০১৪ সালে কুষ্টিয়া পৌরসভা কর্মচারী এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (সিবিএ) নির্বাচিত নির্বাহী সদস্য, ২০১৫ সালে কুষ্টিয়া জেলা মহিলা শ্রমিক লীগের সাধারন সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর একনিষ্ঠ ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, ২০১৬ সালে বাংলাদেশ মাস্টার্স এ্যাথলেটিকস্ এসোসিয়েশনের সাধারন সম্পাদক, ২০১৬ সালে বাংলাদেশ মাস্টার্স এ্যাথলেটিকস্ দলে ১৯তম এশিয়া মাস্টার্স এ্যাথলেটিকস্ সিঙ্গাপুর সহকারী টিম ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন।

ভারতে মাহিশুরে টিম ম্যানেজার হিসাবে দায়িত্ব পালন, ২০১৭ সালে কুষ্টিয়া জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের কাউন্সির অধিবেশনের মাধ্যমে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন, ২০১৮ সালে কুষ্টিয়া আলী ইমাম ক্রীড়া চক্র সভাপতি দায়িত্ব পালন করছেন (জেলা ক্রীড়া সংস্থা

অন্তর্ভুক্ত), ২০২০ সাল থেকে সহ-সভাপতি মহিলা শ্রমিক লীগ, কেন্দ্রীয় কমিটির পদ লাভ করেন, এরপর ইউনিয়ন নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল লিয়াজো কাউন্সিল (টঘওইখঈ) কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেছেন।

এদিকে, আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টা পর্যন্ত মনোনয়ন আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়া যাবে বলে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এছাড়া প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ফরম সংগ্রহ ও জমা দেওয়া যাবে।

মিরপুরে নির্মাণকৃত ওয়াটার টাওয়ার পরিদর্শনে ফুটস্টেপ্সের চেয়ারম্যান

মিরপুর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের স্কুলে নির্মাণকৃত ওয়াটার টাওয়ার পরিদর্শন করেছেন ফুটস্টেপ্স এর চেয়ারম্যান শাহ রাফায়েত চৌধুরী।

আজ বুধবার দুপুরে মিরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় সহ কয়েকটি বিদ্যালয়ে স্থাপন করা ওয়াটার টাওয়ারগুলো পরিদর্শন করেন।

এছাড়াও কয়েকটি বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলায় মনোনিবেশ করতে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

এসময় জনপ্রিয় ইউটিউবার ও ব্লগার নিওন, মিরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রোকনুজ্জামানসহ ফুটস্টেপ্স এর কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এরআগে সকালে ফুটস্টেপ্স এর মিরপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ে পৌঁছালে ফুটস্টেপস এর চেয়ারম্যান শাহ রাফায়েত চৌধুরীসহ অন্যান্যদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

প্রসঙ্গত, মাত্র ১৭ বছর বয়সে ২০১৩ সালে ফুটস্টেপস বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন শাহ রাফায়েত চৌধুরী। এর লক্ষ্য ছিলো এমন সব সামাজিক উদ্যোগের পরিকল্পনা করা যেগুলো কেবল বিদ্যমান চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবে না বরং ত্রাণ নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে

বাংলাদেশে টেকসই ও প্রাণোচ্ছ্বল সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের ১৬টি জেলার এক লাখেরও বেশি মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলেছে ফুটস্টেপ্স।

এসব মানুষের জন্য নিরাপদ খাবার পানি, দুর্যোগ মোকাবিলা, সক্ষমতা বৃদ্ধি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্য কর্মসূচির ব্যবস্থা করেছে সংস্থাটি।

প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে তরুণ বিশ্ব নাগরিকদের জন্য প্রবর্তিত এএফএস পুরস্কার লাভ করেন বাংলাদেশের ২৪ বছর বয়সী পরিবেশবাদী ও সামাজিক উদ্যোক্তা শাহ রাফায়েত চৌধুরী। উন্নয়ন খাতে অসামান্য অবদান রাখায় বিশ্বের হাজার হাজার তরুণদের মধ্য থেকে এই পুরস্কারের জন্য তাকে মনোনীত করা হয়। রাফায়েত বাংলাদেশের সুপরিচিত সামাজিক ব্যবসায়িক উদ্যোগ ফুটস্টেপস বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এবং সহ প্রতিষ্ঠাতা।